

সন শেখার যাদুবিদ্যা
ডিজিট লার্নিং ম্যাজিক

মূল গবেষণা

‘সন শেখার যাদুবিদ্যা: ডিজিট লার্নিং ম্যাজিক(DLM)’ একটি মৌলিক গবেষণাকর্ম। গবেষণাকর্মটি একদম সহজ ও মজার। এটা সত্য যে, মৌখিকভাবে গবেষণাকর্মটি তুলে ধরা যতটা সহজ, লিখিতভাবে তার চেয়ে তুলনামূলক একটু কঠিন মনে হতে পারে। তবে আলোচনা যথেষ্ট সহজবোধ্য করে উত্থাপন করায়, গবেষণাকর্মটি পাঠ শেষে আপনি এক ধরনের আনন্দ অনুভব করবেন, যাকে বলে বিজয়ের আনন্দ, নতুনকে জানার আনন্দ।

প্রিয় পাঠক,

চলুন আমরা সরাসরি মূল গবেষণায় প্রবেশ করি। শুরুতেই বলে নিচ্ছি- আমি এই গবেষণাকর্মটিতে গণিতের দশটি ডিজিট(Digit) ব্যবহার করেছি। ডিজিট দশটি হলো- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ০।

আমরা পূর্ণাঙ্গ আলোচনাটিকে চারটি ধাপে ভাগ করেছি।

প্রথম ধাপ

এ ধাপের শুরুতেই গণিতের দশটি(১০) ডিজিটকে চলুন ‘কথায়’ প্রকাশ করি।

দশটি ডিজিট	কথায় প্রকাশ
১	এক
২	দুই
৩	তিন
৪	চার
৫	পাঁচ
৬	ছয়
৭	সাত
৮	আট
৯	নয়
০	শূন্য

আমরা উপরের ছকটিতে দশটি ডিজিটকে **কথায় প্রকাশ** করলাম। এখানে আমরা মজার একটি তথ্য দেখতে পাচ্ছি- প্রতিটি ডিজিট কিন্তু শুধু ২টি বর্ণ দ্বারা লিখিত! যেমন: এক, দুই, তিন ... প্রতিটিতে দুটি করে বর্ণ রয়েছে।

দ্বিতীয় ধাপ

এই ধাপে আমরা ১০টি ডিজিটের প্রতিটি থেকে ‘প্রথম’ বর্ণটি আলাদা করবো অর্থাৎ, ঠিক এভাবে... ‘এক(১)’ থেকে ‘এ’, ‘দুই’ থেকে ‘দ’। প্রতিটি আলাদা করা ‘প্রথম’ বর্ণটিকে আমরা ‘DLM কোড’ হিসেবে চিনব। চলুন, শুরু করা যাক-

কথায়	DLM কোড	
	প্রথম বর্ণ	
এক	এ	<div>ভালো করে লক্ষ্য করুন</div> <p>✓ পাশের ছকের ১০টি ডিজিটের প্রতিটির ‘প্রথম বর্ণ’ বাকি ৯টি ডিজিটের ‘প্রথম বর্ণ’ থেকে পৃথক।</p>
দুই	দ	
তিন	ত	
চার	চ	
পাঁচ	প	<p>২মিনিট সময় নিয়ে এবার আরো ভালোভাবে লক্ষ্য করুন, সত্যিই কী প্রতিটি ডিজিটের ‘প্রথম বর্ণ’ বাকি ৯টি ডিজিটের ‘প্রথম বর্ণ’ থেকে পৃথক?</p> <p>হ্যাঁ, প্রতিটি ডিজিটের ‘প্রথম বর্ণ’ বাকি ৯টি ডিজিটের ‘প্রথম বর্ণ’ থেকে পৃথক!</p>
ছয়	ছ	
সাত	স	
আট	আ	
নয়	ন	
শূণ্য	শ	

উপরের আলোচনা দ্বারা যেহেতু প্রমাণিত হলো যে, **১০টি ডিজিটের প্রতিটির প্রথম বর্ণ বাকি ৯টি ডিজিটের ‘প্রথম বর্ণ’ থেকে পৃথক; সেহেতু আমরা নিচের ছকের মত ভাবতেই পারি...**

‘এক’ এর ‘এ’ মানেই➤১
‘দুই’ এর ‘দ’ মানেই➤২
‘তিন’ এর ‘ত’ মানেই➤৩
‘চার’ এর ‘চ’ মানেই➤৪
‘পাঁচ’ এর ‘প’ মানেই➤৫
‘ছয়’ এর ‘ছ’ মানেই➤৬

‘সাত’ এর ‘স’ মানেই➤৭
‘আট’ এর ‘আ’ মানেই➤৮
‘নয়’ এর ‘ন’ মানেই➤৯
‘শূন্য’ এর ‘শ’ মানেই➤০

এখন যদি আপনাকে বলা হয়- ‘এ’ মানে ‘১’ বা ‘দ’ মানে ‘২’। তাহলে কি বুঝতে কোন সমস্যা হবে? - নিশ্চয় না।

যদি এভাবে প্রশ্ন করি-

✓ ‘দা’ মানে? সঠিক জবাব হবে- ২। ✓ ‘দে’ মানে? এবারও জবাব হবে- ২।
একইভাবে ‘দু’ মানে ২, ‘দো’ মানে ২, ‘দৌ’ মানে ২, ‘দ্যা’ মানে ২।

এখন প্রশ্ন হলো- ‘দ’ এর যে রূপই দেখি না কেন জবাব ‘২’ কেন?

সহজ সরল মজার উত্তর হলো- কারণ ‘দ’ বর্ণটি শুধু ‘২(দুই)’ ডিজিটটিতেই রয়েছে।
যদি ‘দাদা’ বলি, তাহলে কি বুঝবো? এখানে, দা = ২ এবং দা = ২ অর্থাৎ দাদা = ২২।
একইভাবে, ‘চাঁদ’ থেকে পাই, চ = ৪ এবং দ = ২ অর্থাৎ, চাঁদ = ৪২; ‘চাপা’ থেকে পাই,
চ = ৪ এবং প = ৫ অর্থাৎ, চাপা = ৪৫। মূলকথা হলো, ‘দাদা’ বললে বুঝবো ২২,
একইভাবে, ‘চাঁদ’ বললে বুঝবো ৪২ এবং ‘চাপা’ বললে বুঝবো ৪৫। অতএব, বলতে
পারি ‘ডিজিট লার্নিং ম্যাজিক’ হলো এমন একটি পদ্ধতি যেখানে সংখ্যা/ডিজিট মনে না
রাখার পরিবর্তে ‘অর্থপূর্ণ’ কোন শব্দের মাধ্যমে ‘সংখ্যা/ডিজিট’ মনে রাখার পদ্ধতি। যা
অত্যন্ত সহজ ও মেমোরিতে দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। পরবর্তী ধাপগুলো পড়ুন আরো
পরিষ্কার ধারণা তৈরি হবে ইনশাল্লাহ্।

তৃতীয় ধাপ

এতক্ষণ আমরা যা আলোচনা করলাম, তার সারমর্ম অংশটুকু নিয়ে নিম্নে একটি ছক
তৈরি করতে যাচ্ছি-

Digit	কথায়	DLM কোড	যা বুঝাবে	Digit যেসব রূপে থাকতে পারে
১	এক	এ	এ = ১	এ = ১
২	দুই	দ	দ = ২	দা = ২, দে = ২, দু = ২, দো = ২, দৌ = ২
৩	তিন	ত	ত = ৩	তা = ৩, তে = ৩, তু = ৩ তো = ৩, তৌ = ৩ ...
৪	চার	চ	চ = ৪	চা = ৪, চে = ৪, চু = ৪, চো = ৪, চৌ = ৪...
৫	পাঁচ	প	প = ৫	পা = ৫, পে = ৫, পু = ৫, পো = ৫, পৌ = ৫...
৬	ছয়	ছ	ছ = ৬	ছা = ৬, ছে = ৬, ছু = ৬, ছো = ৬, ছৌ = ৬...
৭	সাত	স	স = ৭	সা = ৭, সে = ৭, সু = ৭, সো = ৭, সৌ = ৭...
৮	আট	আ	আ = ৮	আ = ৮
৯	নয়	ন	ন = ৯	না = ৯, নে = ৯, নু = ৯, নো = ৯, নৌ = ৯...
০	শূন্য	শ	শ = ০	শা = ০, শে = ০, শু = ০, শো = ০, শৌ = ০...

পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে ‘ডিজিট লার্নিং ম্যাজিক’ পদ্ধতির ব্যবহার:

পদ্ধতিটি বুঝার জন্য শুরুতেই একটি উদাহরণ তুলে ধরা যাক।

♦ অর্থনীতিতে যে সালে নোবেল পুরস্কার চালু হয়- [মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা: ০১-০২]

ক. ১৯৬৯

খ. ১৯৬৮

গ. ১৯৭০

ঘ. ১৯৭২

এখানে ‘DLM কোড’ হিসেবে নিচের বাক্যটি মনে রাখতে হবে -

অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার ‘ছানা’ উড়িয়ে চালু হয়েছিল।

এখানে, ‘ছানা’ হচ্ছে- ‘DLM কোড’।

যা সবসময় দুই বর্ণের থাকবে এবং কোডটি মূল টপিকস্-এর পর পরই বসবে।

এখানে, ‘ছ’ তে ৬ এবং ‘ন’ তে ৯ বুঝাচ্ছে। অর্থাৎ, ছানা = ৬৯। উপরের অপশন ‘ক’ তে ৬৯ রয়েছে। তাই সঠিক উত্তর হবে অপশন ‘ক’।

নিচের ছকটি দেখুন বিষয়টি ক্লিয়ার হয়ে যাবে।

DLM: অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার [কবুতরের] ছানা উড়িয়ে চালু হয়েছিল। উত্তর:ক



অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার ➤



DLM: ছানা

ছানা=৬৯

এবার নিশ্চয় আপনার মনে কয়েকটি প্রশ্ন জন্মা নিয়েছে-

চলুন জেনে নেয়া যাক- ‘কয়েকটি জরুরি প্রশ্ন ও তার উত্তর’

প্রশ্ন ১: আমি কেন শুধু শুধু ‘ছানা’ কোডটি মনে রাখবো? অথবা এই ‘ছানা’ কোডটি কোথা থেকে আসলো? যদি আমাকে এভাবে ‘কোড’ ই মুখস্ত রাখতে হয় তাহলে সরাসরি সন শেখাই তো ভালো!

উত্তর: আমরা প্রতিনিয়ত কত কিছুই তো একটির অন্যটির সাথে তুলনা করে মনে রাখি। আপনারা যারা সাধারণ জ্ঞানের ক্ষেত্রের রাজধানী, মুদ্রা, সংস্থার সদস্য ইত্যাদি মনে রাখার জন্য ‘টেকনিক’ মুখস্ত করে থাকেন, তারা হয়ত ‘তুলনা’র বিষয়টি বুঝতে পারছেন।

এখানে ‘ছানা’ কোডটি এজন্য ব্যবহার করেছি যে, আমরা জানি নতুন কিছু উদ্বেগন করতে শান্তির প্রতীক হিসেবে কবুতরের ছানা উড়ানো হয়ে থাকে। একারণে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার চালুর সাথে ‘ছানা’ কোডটি বেশ মানানসই। তাই এখানে ‘ছানা’ কোডটি ব্যবহার করেছি। যার ফলাফল হিসেবে, আমরা দুটো লাভ পাচ্ছি- এক. ‘ছানা’ শব্দটি সহজে মনে থাকবে। দুই. ‘ছানা’ থেকে পাচ্ছি ‘৬৯’। এভাবে শিখলে আপনার যেকোন ‘সন’ দীর্ঘদিন পর্যন্ত মনে থাকবে। আমার কথা কতটুকু বাস্তব সেটি প্রমাণের জন্য, আপনি আপনার বন্ধুর সাথে উপরের ‘DLM কোড’ নিয়ে ২/৩

মিনিট আলোচনা করণ, দেখবেন সনটি আর কখনও ভুলছেন না। সরাসরি মুখস্ত করলে, সন নিয়ে সাধারণত পরীক্ষার হলে ‘কনফিউশন’ তৈরি হয়ে থাকে এবং উত্তর ভুল হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

প্রশ্ন ২: ‘ডিজিট লার্নিং ম্যাজিক(DLM)’ গবেষণাকর্মটিতে বলা হয়েছে মূল টপিকস্-এর পরপরই ‘দুই’ বর্ণের ‘DLM কোড’ থাকবে। তার মানে গবেষণাকর্মটি শুধু শেষের দুটি ডিজিট মনে রাখতে সাহায্য করছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলো- তাহলে ‘১৬শ, ১৭শ, ১৮শ, ১৯শ এই দুই ডিজিট দুটি কিভাবে মনে রাখবো?

উত্তর: শুরুতেই বলে রাখি- অনুসন্ধান করে দেখা গেছে প্রায় ৯৫%+ সন বিষয়ক প্রশ্ন পরীক্ষায় আসে শুধু শেষের ডিজিট দুটি পার্থক্য রেখে। অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে শুধু শেষের দুটি ডিজিট শিখেও আপনি ১০০ টি প্রশ্নের ৯৫টির উত্তর করতে সক্ষম হচ্ছেন। এখন কথা হচ্ছে বাকী ৫% প্রশ্ন নিয়ে। সেক্ষেত্রে কোন সমস্যা নেই। ধরুন, এরকম একটি প্রশ্ন আসলো-

✓ **পূর্ববঙ্গের নাম কখন পূর্ব পাকিস্তান করা হয়?**

ক. ১৬৪৭

খ. ১৭৬২

গ. ১৮৫২

ঘ. ১৯৫৬

উপরের প্রশ্নটির ধরন দেখে নিঃসন্দেহে বুঝা যাচ্ছে এটি ১৯ শতকের ঘটনা। আপনার অবচেতন বা সচেতন মন এতটুকু জানে যে, পূর্ববঙ্গকে পূর্ব পাকিস্তান করা হয় ১৯০০ থেকে ১৯৭১ সালের মাঝে কোন এক সময়ে। এভাবে প্রত্যেকটি বিষয়ের ব্যাপারে এরকম সাধারণ একটা ধারণা অবশ্যই থাকবে। সেক্ষেত্রে কোন ঘটনার ১০০ বছরের পার্থক্য নিয়ে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। মনে রাখবেন, ইতিহাস বা ঘটনার ধারাবাহিকতায় কিন্তু আপনি ‘সন’ শিখবেন, যা ঐ ইতিহাস বা ঘটনাই আপনাকে ১৬০০, ১৭০০, ১৮০০, ১৯০০ সালের পার্থক্য মনে রাখতে সাহায্য করবে।

প্রশ্ন ৩: ‘ডিজিট লার্নিং ম্যাজিক’ গবেষণা কর্মটি অনুসারে, আমি তখনই উত্তর জানতে পারবো, যখন ‘অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার [করুতরের] ছানা উড়িয়ে চালু হয়েছিল।’ এরকম DLM কোডগুলো শিখবো। তাহলেতো সেই শেখার ঝামেলা থেকেই গেলো!

উত্তর: প্রশ্নে উত্থাপিত পয়েন্টগুলো নিয়ে আমি দুয়েকটি কথা বলতে চাই। ধরুন, ডিজিট লার্নিং ম্যাজিক’ ছাড়াই আপনি শিখতে চাচ্ছেন ‘সতীদাহ প্রথা রহিত হয় কত সালে?। তাহলে কী করতে হবে? আপনাকে শিখতে হবে-সতীদাহ প্রথা রহিত হয়- ১৮২৯ সালে।

বলুনতো, এই সালটি মুখস্ত না করে আপনি কি পরীক্ষায় উত্তর করতে পারবেন? অবশ্যই নয়। মূল সত্য হচ্ছে- আপনাকে যেকোন সন প্রথমে জানতে হবে, তারপর পরীক্ষায় উত্তর করতে হবে। এটিই প্রাকৃতিক নিয়ম। কথার সারমর্ম হচ্ছে- আপনি যে

পথেই এগোন না কেন আপনাকে মুখস্ত করতেই হবে। এক্ষেত্রে, টেকনিকের মত ‘ডিজিট লার্নিং ম্যাজিক’ আপনাকে স্বল্পতম সময়ে মুখস্ত করতে এবং দীর্ঘসময় মনে রাখতে সাহায্য করবে। চাকুরি প্রস্তুতি ও ভর্তি পরীক্ষার জন্য যা অত্যন্ত জরুরি। এবার সব চিন্তা রেখে বইটি অনুশীলন শুরু করুন। দেখবেন আর কোন প্রশ্ন তৈরি হবে না। ধীরে ধীরে ‘ডিজিট লার্নিং ম্যাজিক’ আপনার জন্য উপভোগ্য হয়ে উঠবে। দেখবেন সত্যিই যাদুর মতই কাজ করছে।

শেষ ধাপ (৪র্থ ধাপ)

শেষ ধাপে আমরা গবেষণার ব্যতিক্রম নিয়ম নিয়ে কথা বলবো। ডিজিট লার্নিং ম্যাজিকের মূলকথা হচ্ছে- ১০টি বর্ণের প্রথম বর্ণ নিয়ে কোড তৈরি করা। যা উপরের চিত্রে আমরা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করেছি।

আমরা গবেষণা কর্মটিকে সহজবোধ্য করে তোলার জন্য দশটি ডিজিটের চারটি ডিজিট যেমন- ১, ২, ৪ ও ৮ কে একটু ভিন্নভাবে সাজিয়েছি। আমরা এই চারটি ডিজিটের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে -

এক(১) থেকে ‘এ’

দুই (২) থেকে ‘দ’

চার(৪) থেকে ‘চ’

এবং আট(৮) থেকে ‘আ’ নিয়েছি।

কিন্তু ‘শেষ ধাপে’ আমরা এই চারটি বর্ণ যেমন- এক/ দুই/ চার/ আট-এর ১ম বর্ণ ছাড়াও ২য় বর্ণটিও ‘কোড’ হিসেবে ব্যবহার করবো। কারণ, এদের ২য় বর্ণগুলিও ১ম বর্ণের মত অন্য কোন ডিজিটের কোন বর্ণের মিল নেই। যেমন- ‘এক’ এর ক্ষেত্রে ‘এ’ পরিবর্তে যদি ‘ক’ নেই, তাহলে দেখুনতো দশটি বর্ণের কোথাও ‘ক’ আছে কি? নিশ্চয় নেই। তাই ‘এ’ বললেও ‘১’ অথবা ‘ক’ বললেও ‘১’ ই বুঝাবে।

গবেষণার ব্যতিক্রম যা মনে রাখবেন

- ◆ ‘এক’-এর এ= ১ অথবা ক=১
- ◆ ‘দুই’-এর দ=২ অথবা ই=২
- ◆ ‘চার’-এর চ= ৪ অথবা র=৪
- ◆ ‘আট’-এর আ= ৮ অথবা ট= ৮

চলুন একটি উদাহরণ দেখা যাক-

✓ বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস টেকচাঁদ ঠাকুরের (প্যারিচাঁদ মিত্র) ‘আলালের ঘরের দুলাল’ কোন সালে প্রকাশিত হয়? [যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালকঃ ৯৪]

ক. ১৮৩৪

খ. ১৮৫৮

গ. ১৯৪৭

ঘ. ১৮৭৩

DLM: আলালের ঘরের দুলালের পেট মোটা। উত্তর: খ



পেট=৫৮

আলালের ঘরের দুলাল➤

DLM: পেট

উপরের **DLM** কোড ‘পেট’ থেকে প = ৫ এবং ট = ৮ বুঝাচ্ছে! এখানে, আ = ৮ এর পরিবর্তে ট = ৮ এর ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি।

এবার সম্পূর্ণ আলোচনার ভিত্তিতে এমন একটি ছক আঁকবো যা হবে একটি পূর্ণাঙ্গ ছক।

DLM এর পূর্ণাঙ্গ ছক

Digit	কথায়	কোড	যা বুঝাবে	Digit যেসব রূপে থাকতে পারে
১	এক	এ/ক	এ = ১	এ=১
			ক = ১	কা=১, কে=১, কু=১, কো=১,কৌ=১
২	দুই	দ/হি	দ = ২	দা=২, দে=২, দু=২, দো=২, দৌ=২
			ই = ২	ই=২
৩	তিন	ত	ত = ৩	তা=৩, তে=৩, তু=৩ তো=৩,তৌ=৩
৪	চার	চ/র	চ = ৪	চা=৪, চে=৪, চু=৪, চো=৪, চৌ=৪
			র = ৪	রা=৪, রে=৪, রু=৪, রো=৪,রৌ=৪
৫	পাঁচ	প	প=৫	পা=৫, পে=৫, পু=৫, পো=৫, পৌ=৫
৬	ছয়	ছ	ছ=৬	ছা=৬, ছে=৬, ছু=৬, ছো=৬, ছৌ=৬
৭	সাত	স	স=৭	সা=৭, সে=৭, সু=৭, সো=৭, সৌ=৭
৮	আট	আ/ট	আ=৮	আ=৮
			ট=৮	টা=৮, টে=৮, টু=৮, টো=৮, টৌ=৮
৯	নয়	ন	ন=৯	না=৯, নে=৯, নু=৯, নো=৯, নৌ=৯
০	শূন্য	শ	শ=০	শা=০, শে=০, শু=০, শো=০,শৌ=০

গবেষণা কর্মটি কীভাবে ব্যবহার করবেন?

গ্রুপ স্টাডি

দেখা গেছে গবেষণা নিয়ে গ্রুপ স্টাডি করলে সবচেয়ে বেশি মনে থাকে। কিভাবে গ্রুপ স্টাডি করবেন? দু/তিন জন বন্ধু মিলে ‘DLM কোড’ গুলো নিয়ে নিজেদের মত মজা করতে থাকুন। প্রতিটি ‘DLM কোড’ এমনভাবে তৈরি করা যেখানে মজা করার/চিন্তার করার সুযোগ আছে। গ্রুপ স্টাডিতে যে ডিজিটটি পড়বেন, সেটির জন্য ‘DLM কোড’ এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে এমন একটি situation/আবহ তৈরি করুন, যা আপনাকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ‘DLM কোড’ টি অনায়েসেই মনে রাখতে সাহায্য করবে। চেষ্টা করেই দেখুন না, যাদুর মত কাজ করবে!

ইচ্ছেমত আঁকিঝুকি করুন

যদি আপনি গ্রুপ স্টাডির পরিবর্তে একাকি পড়েন, তাহলে যে ডিজিটটি পড়বেন, সেটি নিয়ে নিজের মত করে (টেকনিক যেভাবে দেয়া আছে অনেকটা সেরকম) ইচ্ছেমত আঁকিঝুকি করুন, উদ্দেশ্য থাকবে যেন ‘DLM কোড’ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি situation/আবহ তৈরি হয়। ফলে আপনাকে আর ডিজিটটি মুখস্ত রাখতে হবে না, উক্ত situation/আবহ-ই আপনাকে সময়মত ডিজিটটি মনে করিয়ে দিবে।

বইয়ে টুকে নিন

উপরের যেকোন একটি পদ্ধতি অনুসরণ করার পাশাপাশি এই পদ্ধতিটিও অবশ্যই পালন করবেন। এ পদ্ধতিতে, আপনি যে ডিজিটটি ‘সন শেখার যাদুবিদ্যা- ডিজিট লার্নিং ম্যাজিক’ বই থেকে শিখবেন, সংশ্লিষ্ট সহায়ক বইয়ের যে জায়গায় ডিজিটটি রয়েছে, সেখানে ডিজিটটি টুকে নিন। তাহলে যখনই উক্ত বই থেকে কোন টপিকস্ পড়তে যাবেন, তখনই সেটি চোখে পড়বে এবং আপনার মেমোরিকে সজাগ করে তুলবে। ফলে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ম্যাজিকের মতই তা মনে থাকবে।

সব ধরনের ই-বুক ডাউনলোডের জন্য

MyMahbub.Com